দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

২০১০ সালে এসএসসিতে কাঠামোগত প্রশ্নপত্র স্থগিতের দাবি

৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে চালুর সুপারিশ অভিভাবক ফোরামের

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

২০১০ সালে এসএসসিতে কাঠামোগত প্রশ্নপত্র স্থগিত করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে তা চালু করার দাবি জানিয়েছে অভিভাবক ফোরাম। এ লক্ষ্যে ২৮ থেকে ৩০ ফ্রেব্রুয়ারী রাজধানীর সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মতবিনিময় এবং উল্লেখিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিভাবকদের সংগঠিত করা হবে। এরপরও যদি দাবি বাস্তবায়ন না হয় ৪ মার্চ শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের কাছে এই পদ্ধতি বাতিলের জন্য অনুরোধ পত্র দেয়া হবে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে মঙ্গলবার সকালে অভিভাবক ফোরাম আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ কথা জানান। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রধান সমন্বয়কারী আবেদ রানা। এসময় উপস্থিত ছিলেন উৎপল ভট্টাচার্য, ফাতেমা হক, মাহবুব হোসেন প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার পরে এখনো গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি এদেশে চালু হয়নি। প্রশাসনিক আমলানির্ভর কিছু সুপারিশের ভিত্তিক শিক্ষানীতি করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি নামে একটি শিক্ষা বিধ্বংসী অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। তারা বলেন, দাতাদের চাপিয়ে দেয়া একমুখী শিক্ষা চালু, বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ এবং পাঠ্যবই বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার ধারাবাহিকতায় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার কথা। কিন্তু পাঠ্যবই সমস্যার সমাধান ও একমুখী শিক্ষানীতি প্রয়োগ না করেই পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করা হচ্ছে। যা মূলত শিক্ষা কাঠামোকে ধ্বংস করবে।

তারা অভিযোগ করেন, সরকার কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র নিয়ে সারা দেশের কিছু শিক্ষককে দুইদিন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু ২ দিনেই এই নতুন পদ্ধতির সকল কিছু বোঝা সম্ভব নয়। এমনকি প্রশিক্ষিত শিক্ষকরাও এ বিষয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। সরকার এই বিষয়টি না দেখে বিদেশী পরামর্শকদের কথা শুনে আমাদের শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ করছেন। তারা এ পদ্ধতিটি স্থগিত করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে চালু করার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ পুনরায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র স্থগিত করে পুনরায় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কথা ভাবার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের মুখস্তনির্ভর জ্ঞান থেকে তাদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই এই প্রশ্নপত্র করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সাবজেক্ট ভিত্তিক ক্ষেত্র অনুযায়ী ৬০ বা ৪০ নাম্বারের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়নি। এমনকি মেধা বিকাশের জন্য পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত বিষয় বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। শিক্ষকরাও এ বিষয়ে ঠিকমত জ্ঞান দিতে পারছেন না। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পড়ছেন বিপাকে। তাই এ ব্যাপারে অতিদ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে